আজ ১৭ রমজান ঐতিহাসিক বদর দিবস



সংগৃহীত ছবি

ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন আজ ১৭ রমজান। হিজরি দ্বিতীয় সনে, খ্রিস্টাব্দ ৬২৪ সালে এই দিনেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, যা সত্য ও অসত্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মদিনার কাছে বদর প্রান্তরে সংঘটিত এই যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সে সময় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, আর মক্কার কুরাইশদের সেনা ছিল প্রায় এক হাজার। সংখ্যায় অনেক কম হলেও অটুট ঈমান, দৃঢ় মনোবল এবং আল্লাহর ওপর গভীর আস্থার কারণে মুসলমানরা এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন।

ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ ছিল প্রথম বড় সামরিক সংঘর্ষ, যা মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ও শক্তিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। এই বিজয়ের ফলে মদিনায় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়।

বদরের প্রান্তরে সাহাবিরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা ইসলামী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের 'আহলে বদর' নামে সম্মানিত করা হয় এবং ইসলামে তাদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ বলে বিবেচিত।

এই যুদ্ধে কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আবু জাহলসহ অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি নিহত হন। পরে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নেতৃত্বে আসেন এবং দীর্ঘ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তবে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার পুত্র মুয়াবিয়া পরবর্তীকালে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

বদর যুদ্ধের স্মৃতি শুধু ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বিশ্বে এটি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের নামেও 'বদর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা এই যুদ্ধের প্রতীকী গুরুত্বকে তুলে ধরে।

এছাড়াও বদর যুদ্ধের ঘটনা চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিকেও স্থান পেয়েছে। মুস্তফা আক্কাদের নির্মিত ১৯৭৬ সালের চলচ্চিত্র 'দ্য মেসেজ, অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র 'মুহাম্মদ: দ্য লাস্ট প্রফেট' এবং টিভি ধারাবাহিক উমর-এ এই যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বদর দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে ঈমান, ধৈর্য, সাহস এবং ঐক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের এই দিনটি মুসলিম উম্মাহকে আজও শিক্ষা দেয়—বিজয় কেবল সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং দৃঢ় বিশ্বাস ও নৈতিক শক্তিই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের পথ তৈরি করে।